শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৫।২—৩ শ্লোকে শ্রীচমস যোগীন্দ্রও নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন ; যথা—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণাগুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

হে রাজন! দ্বিতীয় পুরুষের মুখ বাহু উরু ও পাদ হইতে যথাক্রমে সত্বগুণে ব্রাহ্মণ, রজঃসত্বগুণে ক্ষত্রিয়, রজস্তমোগুণে বৈশ্য, কেবল তমোগুণে শূদ্র—এই চারিটি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার সেই পুরুষের জঘন-দেশ হইতে গার্হস্থ্য, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষস্থল হইতে বানপ্রস্থ এবং মস্তক হইতে সন্ন্যাস—এই চারিটি আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। এই চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে যাহারা নিজের জনক-পুরুষ পরমেশ্বরকে ভজন করে না, কিন্তু অবজ্ঞাই করিয়া থাকে, তাহারা নিজস্থান হইতে ভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই দুইটি শ্লোকে যাহারা শ্রীভগবান্‌কে ভজন করে না, তাহাদের দোষের উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবদ্-ভজনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখান হইয়াছে। শ্রীভগবদ্গীতাতেও—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

হে অর্জ্জুন! দুষ্কৃতিমূঢ় মায়ায় বিলুপ্ত আসুরভাবাপন্ন নরাধমগণ আমার শরণ গ্রহণ করে না। এই শ্লোকেও ভগবদভজনাকারীর প্রচুরতর নিন্দাদ্বারা ভগবদ্‌ভজনের অবশ্যকর্ত্তব্যতাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

যাবজ্জনো ভজতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্তি-
র্বার্ত্তাসুধারসমশেষরসৈকসারম্।
তাবজ্জরা-মরণ-জন্মশতাভিঘাত-
দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি॥

এই পৃথিবীতে যে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ আস্বাদনের মুখ্য সারবস্তু বিষ্ণুভক্তিকথাসুধারস সেবা করে না, সেইজন বহু বহু জন্মে দেহ ধারণ করিয়া জরা-মরণ-জন্ম-শতদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ; পদ্মপুরাণে কোথাও কোথাও এরূপ দেখা যায়। এই প্রকার দোষকীর্ত্তনের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অবশ্য-কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অন্বয় অর্থাৎ বিধিমুখে ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখে ভগবদ্ভক্তির সংবাদ যে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, সেইটি